দৈনিক ইত্তেফাক 13

তারিখ 07 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বরগুনা জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যার অন্ত নাই

বরগুনা (উঃ) সংবাদদাতা ।। বরগুনা জেলার ৫টি থানার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। সংস্কারবিহীন জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির অভাব, লাইব্রেরীর দৈন্যদশা, মিলনায়তন ও পাঠাগারের অভাব, সর্বোপরি বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হইতেছে।

বরগুনা জেলার ৫টি থানায় স্কুল ও মাদ্রাসা মিলাইয়া মোট মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫২টি। ২৫২টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১২৫টি মাদ্রাসা। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র বরগুনা

(৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বরগুনা জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

শহরের ২টি বিদ্যালয়কে সরকারী করণ করা হইয়াছে। সরকারী বিদ্যালয় দুইটিও বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত বরগুনা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদসহ ৬ জন শিক্ষকের পদ শূন্য। এই বিদ্যালয়ের একটি দোতলা ভবনের নির্মাণ কাজ রহস্যজনক কারণে বন্ধ রহিয়াছে। ফলে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হইতেছে না। অপর একটি পুরাতন ভবনের ছাদের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। স্থানাভাবে ছাত্রীদের উক্ত ভবনে ক্লাশ করিতে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে একজন ছাত্রী খসিয়া পড়া প্লাষ্টারের টুকরায় আহত হয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কমনরুম লাইব্রেরী, ছাত্রীনিবাস নাই। তিনতলা ভবনের কাজ এখনও পুরাপুরি শেষ হয় নাই যদিও তিন বৎসর আগে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিয়া সম্পূর্ণ বিল ঠিকাদার নিয়া গিয়াছে। বহুবিধ সমস্যা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইলেও কোন ফলোদয় হয় নাই।

সরকারী জেলা স্কুলের অবস্থাও তথৈবচ। এখানে ৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় গত ৫ বৎসর ধরিয়া দৈনিক ৮টি ক্লাসের স্থলে ৭টি ক্লাশ নেওয়া হইতেছে। একটি ভবন জরাজীর্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়া হয় না। বহু যন্ত্রপাতি শুধু বিজ্ঞানাগারের শোভা বর্ধন করিতেছে। পাঠাগার আছে বইও আছে ; কিন্তু ছাত্রদের পড়ার সুযোগ নাই। এই বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক পাখাগুলি পূর্বতন এক-জন প্রধান শিক্ষকের আমলে উধাও হওয়ার পরে আর নূতন করিয়া লাগান হয় নাই। খেলার মাঠ নিচু, মাটি ফেলিয়া ভরাট করা দরকার। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির অবস্থা আরও করুণ। অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ কাঁচা টিনের চালা ও বাঁশের বেড়া দিয়া নির্মিত। পর্যাপ্ত বেঞ্চ ও টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রী-দিগকে গাদাগাদি করিয়া বসিতে হয় অথবা দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। অনেক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানা-গার, লাইব্রেরী, মিলনায়তন নাই। আসবাবপত্র অপ্রতুল, স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ও টিউব ওয়েল অনেক স্কুলেই নাই। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি উন্নয়নের জন্য সর-কারী বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল,। জেলার দাখিল মাদ্রাসাগুলিতে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত নিম্ন। প্রতিটি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ মাদ্রাসার গৃহ জরাজীর্ণ। লাইব্রেরী, বিজ্ঞানাগার, খেলার মাঠ নাই। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক অনুপস্থিতি একটি সাধারণ ব্যাপার।